ইত্তেফাক/ইনকিলাব 22 | পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৩ | 11 JAN 2000
Repo 41

আদালতে লিখিত বক্তব্য

সরকার ও বর্তমান অবস্থার সমালোচনায় প্রফেসর আনোয়ার

কোর্ট রিপোর্টার : জরুরী বিধি ভঙ্গের অভিযো[গে] দায়ের করা মামলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ শিক্ষ[ক] আদালতে নিজেদের নির্দোষ দাবী করে সুবিচারে[র] প্রার্থনা জানান। গতকাল শিক্ষকগণ আত্মপক্ষ সমর্থ[নে] নাতিদীর্ঘ বক্তব্য দেন। ড. আনোয়ার হোসেন তা[র] লিখিত বক্তব্যে সেনাপ্রধানকে ইংগিত করে বলে[ন] স্বৈরশাসক ও তাদের স্তাবকেরা অনেক সম[য়] ঢালাওভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এ[ই] বলে কটাক্ষ করেন যে, আমরা শুধু রাজনীতি করি আমার গায়ে সেনা ইউনিফর্ম নেই, বিশ্ববিদ্যালয়ে[র] '৭৩ আদেশ আমাকে রাজনীতি বিষয়ে অভিম[ত] প্রকাশ করতে

পৃঃ ১১ঃ কঃ ৫

সমালোচনায় প্রফেসর আনোয়ার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাধা দেয় না। কিন্তু ইউনিফর্ম পরে শুধু ... নয়, বিদেশেও রাজনীতি করে বেড়াচ্ছেন। ঘোড়াকে আকাশে ওড়াচ্ছেন, রাস্তা মেরামত করতে পারেন, তিনি ... যেতে পারেন, এসব মন্তব্য করে জাতিসত্তাকে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতে ঠেলে দিচ্ছেন। ট্রাস্ট ব্যাংকের ... করে অসত্য বক্তব্য রেখেছেন। চাকরি বিধি লংঘন করেছেন। তিনি বলেন, ১৯৯০ সালে এরশাদের জরুরী অবস্থা ভঙ্গ নয়, কারফিউ ভেঙ্গে আমরা শিক্ষকেরা ছাত্র- ছাত্রীদের সাথে রাস্তায় নেমেছি, বিগত জোট সরকারের আমলে রাতের অন্ধকারে পুলিশ ছাত্রীহলে ঢুকে, তার প্রতিবাদে আন্দোলন করেছি। ওই ঘটনায় ভাইস চ্যান্সেলরকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। কোন শিক্ষককে গ্রেফতার করা হয়নি। ড. আনোয়ার হোসেন আরো বলেন, আজ দেশবাসীর মনে একটা প্রশ্ন, আসলে দেশ চালাচ্ছে কারা, মানুষ মনে করে একটি ভৌতিক অবয়বহীন সরকার দেশ পরিচালনা করছে। দেশে চলছে অঘোষিত সামরিক শাসন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাদের সংবিধান নির্ধারিত কাজ করতে পারছে না। দেশে চালানো হচ্ছে ভুল এবং ভয়ের শাসন। স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে না। নির্বাচন কমিশনে ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) সাখাওয়াত হোসেনকে কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে যিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের জন্য বরাদ্দকৃত ২০ হাজার টন ডাল আত্মসাতের দায়ে অকালীন অবসরে যান। তিনি জামায়াত সমর্থক বলে তাকে এই গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেয়া হয়। ছাত্রজীবনে ইসলামী ছাত্রশিবিরের পূর্বসূরী ইসলামী ছাত্র সংঘের কর্মী লেঃ জেঃ (অবঃ) হাসান মশহুদ চৌধুরীকে দুদকের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। টাস্কফোর্সের কথায় তিনি চলেন, ফাইল নিয়ে প্রধান বিচারপতির অফিসে ঢুকেন তিনি। এর সাথে হাইকোর্টের রায় সুপ্রিমকোর্টে যায়। এই অভিযোগ সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনারও। তিনি আরো বলেন, প্যারেড গ্রাউন্ডে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি সম্মেলনে সেনা প্রধানের বক্তব্যে মনে হচ্ছে– তারাই একমাত্র সম্পদ ও রক্ষাকর্তা অন্য কেউ নয়। রাজনীতিবিদদের ঘরে আবদ্ধ রেখে নিজেরা দেবদূত সেজে রাজনীতি করে বেড়াবেন তা দেখে ও শুনে মানুষের মনে নানা আশংকা। যে পুরনো চিত্রের সাথে দেশবাসী পরিচিত তারই কি পুনরাবৃত্তি ঘটবে? তি[নি] আরো বলেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিশেষ ট্রাইব্যুনা[লে] বিচারের দাবীতে আজ সারাজাতি ঐক্যবদ্ধ। বি[ন্তু] সরকার নির্বাক। গত ১ বছরে যুদ্ধাপরাধীদের গা[য়ে] আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি। বিভিন্ন সময়ে সবকটি সরক[ার] তথা গত জোট সরকারের আমলে রাষ্ট্রের গুরুত্ব[পূর্ণ] কেন্দ্রে তাদের অবস্থা পাকা করেছে। বাংলাভাইয়ে[র] মদদদাতা প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র সচিব ওমর ফারুকের কিছু হয়নি। বিসিএসআইআর চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাস[ান] জামায়াতের সদস্য। ১৯৭১ সালে বরিশাল শহ[রে] রাজাকার হিসেবে ঘোরানো হয়েছিল তিনি সচিব প[দে] বহাল আছেন।

আনোয়ার হোসেন তার লিখিত বক্তব্য সাবে[ক] প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার মু[ক্তি] দাবী করেন। জরুরী অবস্থা তুলে নিয়ে ৩/৪ মাসে[র] মধ্যে নির্বাচনের দাবী জানান। তিনি বলেন, আম[ার] ভাই কর্নেল তাহেরকে বেগম খালেদা জিয়ার স্বা[মী] জেনারেল জিয়া হত্যা করেছিলেন, কিন্তু স্বামী[র] অপরাধে আমি খালেদা জিয়াকে দোষারোপ করব না। তবে খালেদা জিয়া কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে কর্নেল তাহেরের স্ত্রী লুৎফা তাহেরের নিকট স্বামীর ভুলের জন্য দুঃখ প্রকাশ করার জন্য তিনি আহ্বান জানান। ডঃ আনোয়ার হোসেন আরো বলেন, ছাত্র বিক্ষোভে[র] ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত ২৩ আগস্ট গভীর রা[তে] আমাকেও ডঃ হারুন অর রশিদকে গ্রেফতার ক[রা] হলো। শাহবাগ থানায় নেয়ার নাম করে চোখ বেঁ[ধে] অজ্ঞাত স্থানে নেয়া হল। ৮ দিন রিমান্ডে নি[য়ে] অমানুষিক নির্যাতন করা হলো যা আমার মনে পড়[লে] শরীর শিহরে ওঠে। তৃতীয় ডিগ্রি নির্যাতনের প[র] আদালতে হাজির করা হলো। আমি জাতির কা[ছে] নিঃশর্তে ক্ষমা চাইলাম, তবে কারো রক্তচক্ষুর ভয়ে ন[য়]। আমি কাউকে ভয় করি না, আমি মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল তাহেরের ভাই। আমার চার ভাই, দু'বোন মুক্তিযোদ্ধা ... মুক্তিযুদ্ধের বিশেষ খেতাবপ্রাপ্ত ... বাংলাদেশের দ্বিতীয় কোন পরিবারে নেই। যা আমা[র] ... তিনি এই প্রসঙ্গে আরো বলেন, ১৯৭[৬] সালে জেনারেল জিয়ার শাসন আমলে কেন্দ্রী[য়] কারাগারের অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত একটি গোপন বিচা[রে] কর্নেল তাহের বীর উত্তমসহ ৩৪ জন আসামীর মধ্যে আমিও একজন আসামী ছিলাম। আমার সাজা হয়েছিল। তবে বিচারক জিয়া কর্তৃক নির্দেশিত হ[য়ে] পত্র কারেছিলেন কার কত বছর সাজা। সবার শে[ষে] তাহেরের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে তাহেরের ভাষা[য়] রেজাহত কুকুরের মত বিচারক আদালত কক্ষ ত্যা[গ] করেছিলেন। তিনি বিচারকদের উদ্দেশ্য করে বলেন আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ছাত্র, বিচা[র] বিভাগ এখন স্বাধীন, আমরা ন্যায় বিচার প্রত্যাশা করি। সর্বশেষ আনোয়ার হোসেন বলেন, ২০, ২১ আগ[স্ট] ছাত্র বিক্ষোভের ঘটনায় বিচারপতি হাবিবুর রহমানকে চেয়ারম্যান করে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠ[ন] করা হয়েছিল, কারাগারে আটক ৪ শিক্ষকের সাক্ষ[্য] নেয়া হয়েছিল। তিনি প্রধান উপদেষ্টার কাছে কমিশনের রিপোর্ট দাখিল করেছেন যা আজ পর্যন্ত প্রকাশ করা হয়নি। তিনি ওই রিপোর্ট প্রকাশের দাবী জানান। তিনি বক্তব্যের সারসংক্ষেপ টেনে বলেন আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবক অভিভাবক হিসেবে ছাত্রছাত্রীদের সঠিকভাবে পরিচালনার দায়িত্ব আমাদের, আইন ভঙ্গের দায়িত্বে নিয়োজিত নই।

এই মামলায় আজ যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করা হবে এব[ং] অতিরিক্ত সিএমএম মোঃ গোলাম রাব্বানীর আদালতে বিচার চলছে। এছাড়া শাহবাগ থানায় দায়ের কর[া] অপর মামলায় আজ শিক্ষকরা আত্মপক্ষ সমর্থনে বক্তব্য দিবেন। গতকাল এই মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তার জেরা শেষ হয়েছে। গতকাল ... সাক্ষে তিনি অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী, কর্নেল তাহেরের স্ত্রী লুৎফা তাহের ও অভিযুক্ত শিক্ষকদের